143

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 06 JUL 1995
তারিখ 08 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

তাহাদের ভাগ্যে কি ঘটিবে?

রেজানুর রহমান ঃ আজ (বৃহস্পতিবার) ১৯৯৫ সালের এইচ এসসি পরীক্ষা শুরু হইবে অথচ দেশের বিভিন্ন কলেজের কয়েকশত পরীক্ষার্থী প্রবেশপত্র না পাওয়ায় পরীক্ষার হলে বসিতে পারিবে না। এই ঘটনার জন্য কম্পিউটার জটিলতাকে দায়ী করা হইয়াছে। অথচ এক সপ্তাহ পূর্বে এই জটিলতা দেখা দিলেও ঢাকায় কম্পিউটার কেন্দ্র হইতে

(১১শ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

তাহাদের ভাগ্যে

(১ম পৃঃ পর)

জটিলতা দূর করার কোন উদ্যোগ নেওয়া হয় নাই। সংশ্লিষ্ট কলেজ সমূহের পক্ষ হইতে শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারীদের অনেকে গত ৪/৫ দিন ধরিয়া ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকসহ অন্যান্য কর্মকর্তর নিকট ধরনা দিয়াছেন। কর্তৃপক্ষ সমস্যা নিরসনের আশ্বাস দেওয়ার পরও কোন অগ্রগতি হয় নাই। গতকাল সন্ধ্যায় বোর্ড অফিসে গিয়া দেখা যায় দেশের বিভিন্ন কলেজের প্রায় শতাধিক শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দফতর ও ইহার আশে-পাশে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে বসিয়া আছেন। তাঁহারা অভিযোগ করিলেন ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান কোন সিদ্ধান্ত না দিয়াই চলিয়া গিয়াছেন।

বিভিন্ন কলেজের শিক্ষক, কর্মকর্তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী কম্পিউটার জটিলতার কারণে কামারখালী কলেজের ১ জন, রাজেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ২ জন, কেএম ভাঙ্গা কলেজের ১ জন, ময়মনসিংহ নাসিরাবাদ কলেজের ৯ জন, আশেক মাহমুদ কলেজের ১৮ জন, নরসিংদী কলেজের ৪ জন, শিবপুর কলেজের ১ জন, তোলারাম কলেজের ৪ জন, ঢাকা কলেজের ১ জন, কবি নজরুল কলেজের ৩ জন, তিতুমীর কলেজের ১ জন, নান্দাইল কলেজের ২ জন, কালকিনী সৈয়দ আবুল হোসেন কলেজের ১ জন, আনন্দ মোহন কলেজের ৯ জন, সৈয়দ আবুল হোসেন কলেজের ৫ জন, নাসিরাবাদ কলেজের ১১ জন, নারায়ণগঞ্জ পঞ্চমীঘাট কলেজের ১৭ জন পরীক্ষার্থী প্রবেশপত্র পায় নাই। খোঁজ নিয়া দেখা যায়, এইবার ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে কম্পিউটার কেন্দ্র হইতে পরীক্ষার্থীদের সকল তথ্য সংরক্ষণ ও প্রেরণ করা হইয়াছে। কম্পিউটার সীটে নাম না উঠায় পরীক্ষার্থীরা রোল নম্বরও পায় নাই। এমন ঘটনাও ঘটিয়াছে একই ছাত্রের নাম কম্পিউটার সীটে স্থান পাইয়াছে ২ বার। অথচ নামের পাশে পৃথক রোল নম্বর স্থান পাইয়াছে। ফরিদপুর সিটি কলেজের মিজানুর রহমানের নাম কম্পিউটার সীটে পাশাপাশি ২ বার স্থান পাইলেও রোল নম্বর রহিয়াছে ভিন্ন। এই কলেজের অচিন্ত কুমার পালের রোল নম্বর কম্পিউটার সীটে স্থান পায় নাই। কালকিনী সৈয়দ আবুল হোসেন কলেজের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটিয়াছে।

হোম ইকোনমিক্স কলেজের ছাত্রী দিল আফরোজ তাহার প্রবেশ পত্র না পাইয়া বোর্ডের সম্মুখে স্থির দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, আমি পরীক্ষার হলে বসিতে পারিব না। আমার একটি বছর মাটি হইয়া যাইবে। ইহার দায়-দায়িত্ব কে গ্রহণ করিবেন। কয়েকটি কলেজের অধ্যক্ষ এবং শিক্ষকবৃন্দ বোর্ডের চেয়ারম্যান ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, কম্পিউটারের উপর দোষ চাপাইয়া সকল দায়-দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টা করা হইতেছে। যাহারা পরীক্ষা দিতে পারিবে না তাহাদের দায়-দায়িত্ব কে গ্রহণ করিবে? নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষক বলিলেন, ২ দিন ধরিয়া বোর্ডে ধরণা দিতেছি। কলেজে ফিরিয়া যাওয়ার সাহস পাইতেছি না।

রাজশাহী অফিস জানায়, গতকাল ৫ই জুলাই পর্যন্ত ঢাকা কম্পিউটার কেন্দ্র হইতে ১৪৮ জন পরীক্ষার্থীর কম্পিউটার করা নামের তালিকা না পৌঁছায় বোর্ডের চেয়ারম্যান কম্পিউটার কেন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাদের রোল নম্বরের ব্যবস্থা করিয়াছেন। রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছ হইতে এই তথ্য পাওয়া গেছে। এই ভুল কি করিয়া হইল, কম্পিউটার কেন্দ্র কেন নামের তালিকা পাঠায় নাই তাহা তিনি বলিতে পারেন নাই।

এই ব্যাপারে গত রাতে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের সহিত টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করিয়াও তাহাদের পাওয়া যায় নাই।

বরিশাল অফিস জানায়, পটুয়াখালীর দুমকী জনতা কলেজের ১৬৫ জন এইচএসসি পরীক্ষার্থী এডমিট কার্ড না পাইয়া গতকাল (বুধবার) ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বাহির করে। ফি বকেয়া থাকার কারণে যশোর বোর্ড এডমিট কার্ড ইস্যু করে নাই। ঐ কলেজে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪৩৩ জন। আজ (বৃহস্পতিবার) পরীক্ষা শুরু হইতেছে।